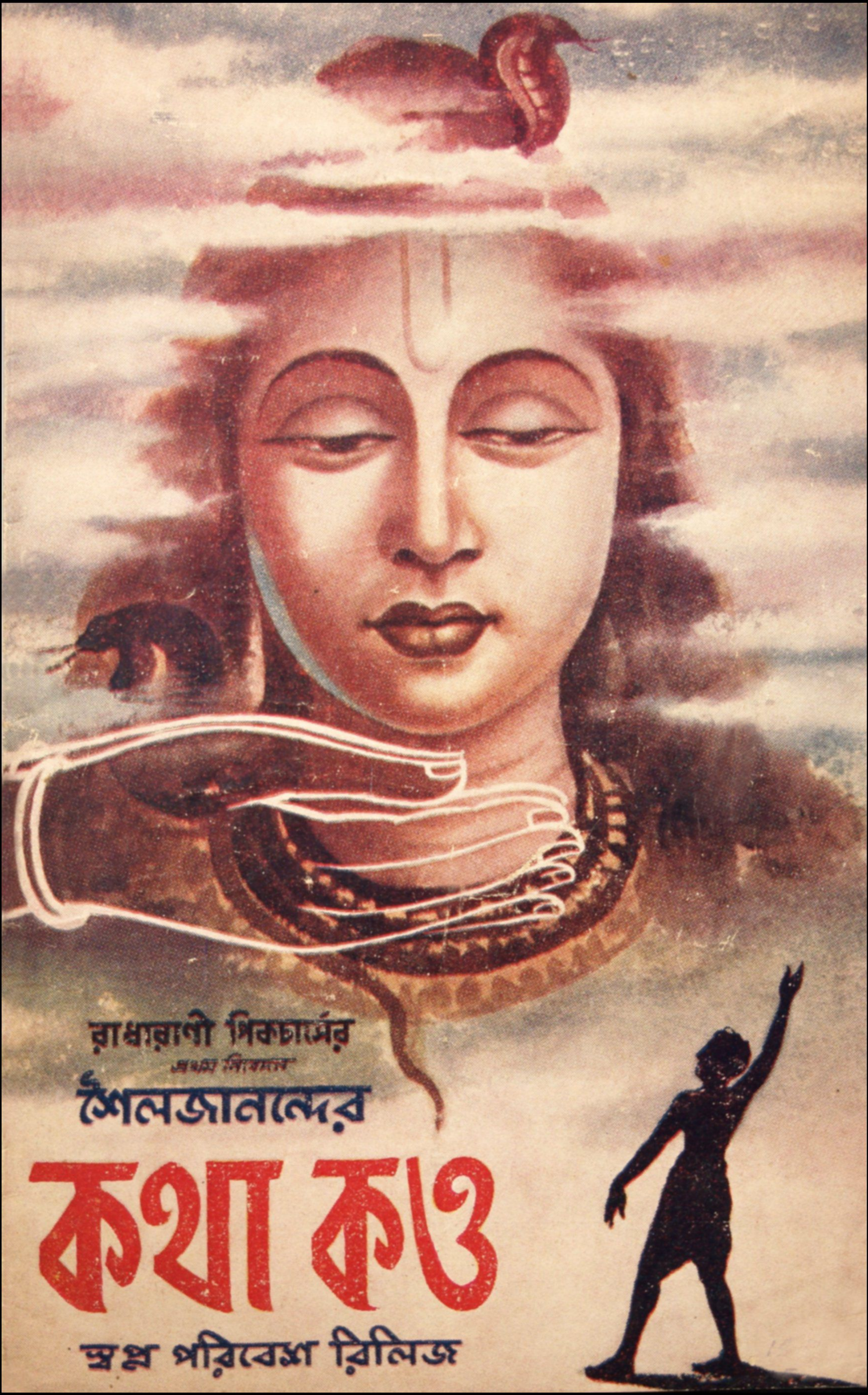
রাধারাণী পিকচার্সের
প্রথম নিবেদন
শৈলজানন্দের
কথা কও
স্বপ্ন পরিবেশন রিলিজ

রাধারাণী পিকচার্সের প্রথম নিবেদন

কথা কও

প্রযোজনায়: রবীন মোদক ও পরেশ পাল

রচনা ও পরিচালনা: শৈলজানন্দ, চিত্রনাট্য ও সহঃ পরিচালনা: তারু মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্র:	ধীরেন দে	শব্দগ্রহণ:	গৌর দাস
কৌশল চিত্রগ্রহণ:	অনিল গুপ্ত	সম্পাদনা:	রবীন দাস
সঙ্গীত পরিচালনা:	শৈলেশ দত্তগুপ্ত	গীত রচনা:	প্রণব রায়
শিল্পনির্দ্দেশ:	নরেশ ঘোষ	প্রচার অঙ্কনে:	রবি বসাক
রূপ সজ্জা:	শৈলেন গাঙ্গুলী	রসায়নাগারে:	বিজন রায় ও ধীরেন দাশগুপ্ত
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা:	প্রমোদ সরকার	ব্যবস্থাপনা:	লালমোহন রায়
পরিচয় লিখনে:	রতন বরাট	আবহ সঙ্গীত:	সুর ওশ্রী অর্কেষ্ট্রা
স্থির চিত্র:	ভারতী চিত্রম্	সাজসজ্জা:	ষ্টুডিও সাপ্লাই।

প্রধান কর্ম্মসচিব ও প্রচার পরিচালনা: দেবকুমার বসু।

সহকারীগণ

পরিচালনায়:	বিশু মুখোপাধ্যায়।	শব্দ গ্রহণ:	সিদ্ধি নাগ
	কল্যাণাক্ষ বন্দোপাধ্যায়।	শিল্প নির্দ্দেশ:	শান্তি মজুমদার।
আলোক চিত্র	ননীদাস।	রূপসজ্জা:	নৃপেন, পাঁচুদাস.
কৌশল চিত্রগ্রহণ:	জ্যোতি লাহা	ব্যবস্থাপনা	পঞ্চানন সরকার।
সম্পাদক:	অনিল সরকার।		

আলোক সম্পাতে: শান্তি সরকার। আহম্মদ হোসেন: মনোরঞ্জন দত্ত, মণ্টু সিং

চিত্র পরিস্ফুটন ফিল্ম সার্ভিসেস্ ইন্দ্রপুরী-ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ষ্টার টি কোং, রেনবো ইলেকট্রিক্যাল কোং ও গ্লোব নার্শারী

কাহিনী

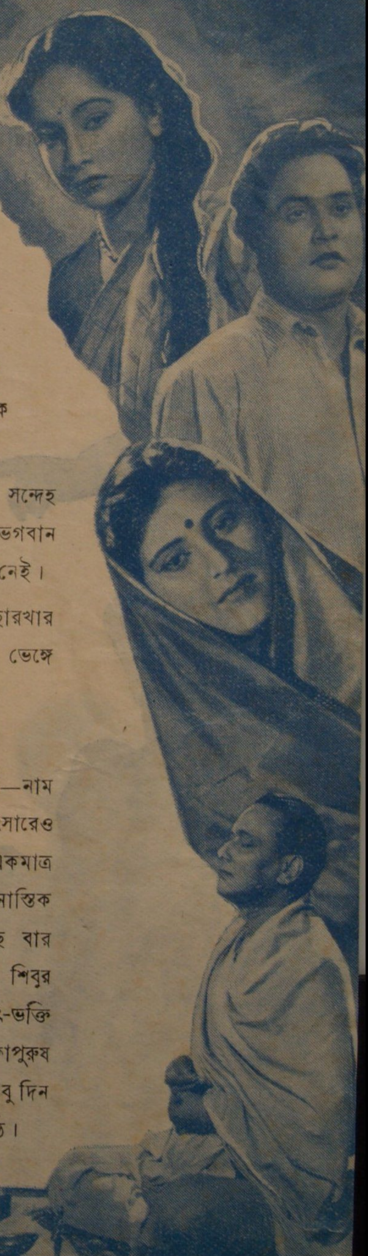

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কোটী কোটী জনগণের মনে অনন্তকাল ধরে এই একই প্রশ্ন আবর্তিত হয়ে ফিরছে—ভগবান আছেন কি নেই? কে দেবে এর সঠিক জবাব?

প্রতিনিয়তই মানুষের মন এই সন্দেহ দোলায় দুলছে। তাই কেউ বলছে ভগবান আছেন, আর কেউ বলছে, নেই-ভগবান নেই।

শুধু এই সন্দেহের বিষেই কত সংসার ছারখার হ'য়ে গেছে। কত সংসার এরই দ্বন্দ্ব নিয়ে ভেঙ্গে যেতে বসেছে। কিন্তু উপায়!

* * * *

শহর থেকে দূরে ছোট্ট এক গ্রাম—নাম পলাশপুর। সে গ্রামের বাসিন্দা বিশুর সংসারেও ঢুকেছে এই নেই-আছের দ্বন্দ্ব। বিশুর একমাত্র স্নেহময় ভাই শিবু ভগবানে আস্থাহীন, ঘোর নাস্তিক সে। বিশু কিন্তু তার আরাধ্য দেবতার কাছে বার বার আকুল আবেদন জানায় যাতে তার ভাই শিবুর পরিবর্তন ঘটে তার মনে-প্রাণে ভগবৎ-ভক্তি দেখা দেয়। অলক্ষ্য থেকে বোধ করি বিধাতাপুরুষ হাসেন। বিশুর সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে শিবু দিন দিন আরও বেশী করে ভগবান-বিরোধীহয়ে ওঠে।

বিশুর একমাত্র ছেলে বিজু। পৃথিবীর সংগে যার সম্পর্ক খুব বেশীদিনের নয়। চারিদিকে তার অপরিচয়ের অকূল জলধি। তারই মধ্যে তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে সে যে লোকটিকে সব চেয়ে আপনার করে নিয়েছে—সে হোল তার কাকু। আর কাকুরও বিজু-অন্ত প্রাণ।

সেই বিজু—সকলের চোখের তারা যে, তারই একদিন হঠাৎ এল জ্বর। জ্বর নয় ঝড়। সংসারে ঝড় উঠল। বিজুর অসুখ যত বাঁকা পথ ধরতে লাগল শিবুর অস্থিরতা তত গেল বেড়ে। এ অস্থিরতা অসুখের জন্যে নয়। আসলে সেটা বিশু ও শিবুর মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্বের একটা প্রতিক্রিয়া। বিশুর কঠিন আদেশে বিজুর শেষ অবস্থাতেও যখন বাড়ীতে ডাক্তারের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েই রইল আর ওষুধের পরিবর্তে চরণামৃতের ব্যবহার চলতে লাগল শিবু তখন আর স্থির থাকতে পারল না। প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠল সে। বিশু কিন্তু অকম্পিত, অচঞ্চলচিত্ত। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম-মৃত্যুর ওপর বিধাতা ছাড়া কারো হাত নেই, তাই তার ছেলে যদি একান্তই বাঁচে বিধিলিপিতে যদি তাই-ই থাকে, তাহলে ঐ চরণামৃতই তাকে নবজীবন দিতে পারবে—ডাক্তার নয় ওষুধ নয়!

শিবু এ ব্যবস্থাকে কোন মতেই মেনে নিতে পারল না। তাই দু'ভায়ের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল আর তারই চরম পরিণতি হিসেবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হোল শিবুকে।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে তার পথ চলা সুরু হ'ল। গ্রাম থেকে শহর। শহর থেকে অন্য নগর। কিন্তু যেখানেই যায় শিবু, সেখানেই উপলব্ধি করে ভগবানের অস্তিত্ব। মন্দিরে-মন্দিরে ভগবানের আরতি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভগবানেরই আরাধনায় রত! শিবুর মনে দ্বন্দ্ব জাগে—তবে কি তার এতকালের বিশ্বাস সত্যি নয়? কিন্তু—দিনের পর দিন চলে যায়। শিবু দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে ফেরে। তারপর—তারপর? বাকীটুকু ছবিঘরে—রূপালী পর্দায়।

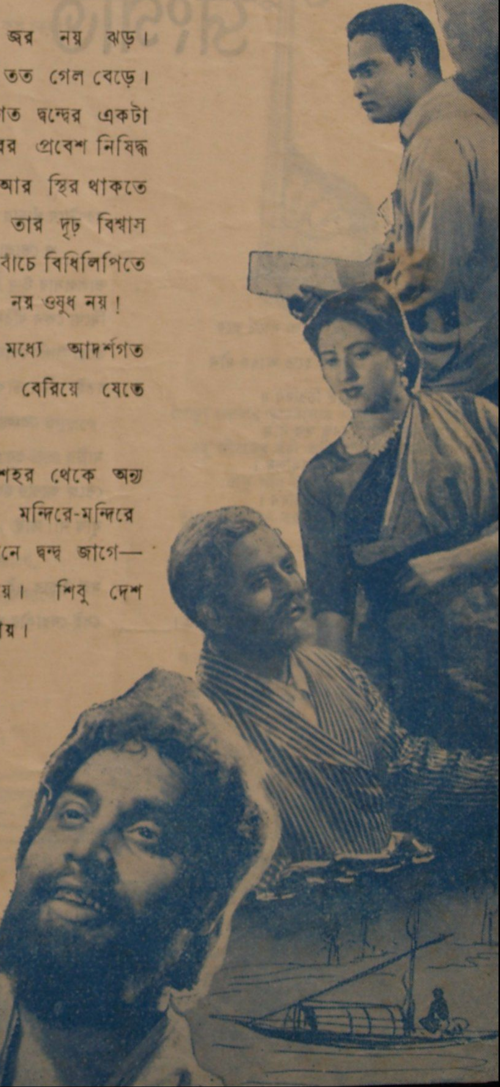

সংগীত

(১)

তুমি সত্য তুমি নিত্য শাশ্বত সীমা হীন
(প্রভু) তুমি আছ চিরদিন।
কাঙ্গালেরও সখা হয়ে নিয়ে চলো সাথে লয়ে
তুমি-যে সহায় তারি যে দীন হতে আরও দীন
(প্রভু) তুমি আছ চিরদিন ॥
তুমি রাম তুমি শ্যাম দীনবন্ধু তব নাম
সংসার পারাবারে ধ্রুব তারা অমলিন।
(প্রভু) তুমি আছ চিরদিন।

(২)

জীবন মরণ মায়ার খেলা ও ভোলা মন
বুঝিস নাকি।
মরণটাযে খাঁচার দুয়ার, জীবন যেন উড়ো পাখী ॥
ও ভোলা মন বুঝিস নাকি ॥
ভালবাসার ফাঁদ পেতে হায়।
মিথ্যে কেন ধরিস রে তায়।
উড়ো পাখী পোষ মানে না
যতই করিস ডাকা ডাকি।
ও ভোলা মন বুঝিস নাকি ॥
মাটির ঢেলা হয় যে পুতুল
ভেঙ্গে আবার হয় যে মাটি
বুঝি না তাই খেলার পুতুল হারিয়ে করি
কান্নাকাটি
মরা বাঁচার এই যে মেলা
সেই খেয়ালীর আজব খেলা

কি হবে আর আগলে রেখে
সবই যেরে মায়ার ফাঁকী
ওভোলা মন বুঝিস নাকি ॥

(৩)

ওগো সুন্দর মোর লহ মম, প্রেম ফুল ডোর
বাহিরে অন্তরে তুমি যে আমারি
ওগো রূপ কিশোর
লহ লহ প্রেম ফুল ডোর
আমি যে বাঁশরী
তুমি যেন সুর
তোমাতে আমাতে মিলন মধুর
আমি মধু বন, তুমি মধু মাস
আবেশে রহি বিভোর
লহ মম প্রেম ফুল ডোর ॥

(৪)

একি মধুর নেশা আবেশ মেশা তোমার অনুরাগে
এই নেশা যে মধুর চেয়ে আরও মধুর লাগে।
তোমার নামে প্রেম যমুনা হয় যে উতরোল
হৃদয় ব্রজের রাস মঞ্চে লাগে ঝুলন দোল।
মনের মধু বনে, যেন মাধবী রাত জাগে,
এই নেশা যে মধুর চেয়ে আরও মধুর লাগে
আরও মধুর লাগে।

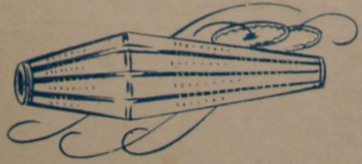

(প্রভু) তোমার ভালবাসায় আমায় আপন করে নাও
এই জীবনের তরী আমার পার করে দাও
প্রভু পার করে দাও।
দুঃখহরণ জীবন মরণ তোমার শরণ মাগে
এই নেশা যে মধুর চেয়ে আরও মধুর লাগে ॥

(৫)

কথা কও কথা কও হে পাষাণ
সাড়া দাও, দাও সাড়া
মৌনতা হোক অবসান ॥
মানুষের অশ্রু জলে,
শুনেছি পাষাণ গলে,
তবে কেন নীরব তুমি হে পাষাণ;
কেন, কেন অভিমান।
সংশয় ভরা আঁধারে,
কে দেখাবে পথ আমারে,
তরী মোর টলমল জীবনে তুফান।
কথা কও, হে পাষাণ ॥

★ ভূমিকায় ★

মলিনা দেবী মিত্রা বিশ্বাস, তপতী ঘোষ,
অপর্ণা দেবী, অনুশীলা, ছবি বিশ্বাস,
অসিতবরণ, প্রশান্তকুমার, মিহির ভট্টাচার্য্য,
নীতিশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী,
নবদ্বীপ হালদার, বেচু সিংহ, প্রহ্লাদ,
রাধে, বাদল, রমেন, অনিল, জিৎকুমার,
সুনীল, পান্নালাল, সুধীর এ্যাঃ, নিশীথ,
নীলু, বচ্চু, শ্বেতা, অনিমা।

দু'টি বিশিষ্ট চরিত্রে

শৈলজানন্দ ও গুরুদাস।

★ নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ★

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, উৎপলা সেন, অসিতবরণ,
মৃণাল চক্রবর্ত্তী, অঞ্জশ্রী সিংহ।

স্বপ্ন পরিবেশ ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রচারসচিব দেবকুমার বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।